W.B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA-27

File No. 195 /WBHRC/SMC/2017

Date: 29. 06.2017

Enclosed is the news item appearing in 'Ei Samay, a Bengali daily dated 29.06.2017, captioned ' চাবির কী দরকার ? এখানেই করে দে'

The Commissioner of Police, Kolkata is directed to enquire into the matter and file a comprehensive report by 25th August, 2017.

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

(Naparajit Mukherjee)
Member

(M.S. Dwivedy)
Member

Encl: News Item Dt. 29.06. 17

Ld. Registrar to keep NHRC posted about cognizance taken on the subject by WBHRC and uploaded in the website.

SDB

‘চাবির কী দরকার? এখানেই করে দে’

২৮ মে মাঝরাতে মত্ত অবস্থায় প্রিন্সেপ ঘাটে পুলিশ কিয়স্কে গিয়ে শৌচালয়ের চাবি চাওয়া নিয়ে বচসা, তার জেরে পুলিশকে নিগ্রহ। সেই অভিযোগে দুই তরুণী ও তাঁদের এক পুরুষ সঙ্গীকে গ্রেপ্তার করেছিল সাউথ পোর্ট থানার পুলিশ। জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা দায়ের হয় তাঁদের বিরুদ্ধে। পুলিশ ও জেল হেফাজত খেটে বেরিয়ে ঠিক এক মাস বাদে কলকাতা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক করে পুলিশের বিরুদ্ধেই একগুচ্ছ অভিযোগ করলেন ওই দুই তরুণী। সাউথ পোর্ট থানার ওসি-সহ অফিসারদের বিরুদ্ধে তাঁরা লিখিত অভিযোগ করেছেন ইতিমধ্যেই। তার ভিত্তিতে ওয়াটগঞ্জ মহিলা থানা এফআইআর দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে। পাশাপাশি আইনজীবী শুভাশিস মুখোপাধ্যায়কে পাশে বসিয়ে পুলিশের বিরুদ্ধে আদালতে যাওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তাঁরা। দুই তরুণীর অভিযোগ খণ্ডন করেছে পুলিশও। ঠিক কী অভিযোগ পুলিশের বিরুদ্ধে? কী বলছেন ডিসি (পোর্ট) সৈয়দ ওয়াকার রাজা? খোঁজ নিল 'এই সময়'

সাংবাদিক বৈঠকে দুই তরুণী। বুধবার — এই সময়

›› অভিযোগ ১
আসানসোল থেকে ফেরার পথে 'মা' উড়ালপুল দিয়ে নামার সময় তরুণীদের শৌচালয়ে যাওয়ার প্রয়োজন হয়। প্রিন্সেপ ঘাটে শৌচালয় এবং পুলিশ কিয়স্ক থাকায় সেখানে যাওয়াই নিরাপদ বলে মনে করেন তাঁরা। শৌচালয়ের তালা বন্ধ থাকায় কিয়স্কের পুলিশের কাছে তাঁরা চাবি চান। অভিযোগ, সে সময় জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় নামে এক পুলিশকর্মী অশ্লীল ইঙ্গিত করে বলেন, 'চাবির কী দরকার? এখানেই করে দে।' পরে অবশ্য পুরসভার কর্মী এসে চাবি খোলেন। কিন্তু পুলিশের অভব্য আচরণ নিয়েই বচসার সূত্রপাত

›› পুলিশের জবাব
কোনও পুলিশকর্মী অশালীন আচরণ করেননি। ওঁদের সঙ্গে অশালীন আচরণ হয়েছে, এমন কোনও প্রমাণ ওঁরা দেখাতে পেরেছেন?

›› অভিযোগ ২
শৌচালয় থেকে বেরনোর সময় এস কে মিত্র নামে একজন পুলিশ অফিসার তরুণীদের বলেন, 'এখানে এত রাতে কী করছেন? এই পোশাকে কেন বেরিয়েছেন? চাবির দরকার কী ছিল? এখানেই তো করে নিতে পারতেন।' এমনকি একজন পুলিশকর্মী কুপ্রস্তাবও দেন

›› পুলিশের জবাব
পুলিশ যথেষ্ট সংযত আচরণ করেছে। অভিযোগের ভিত্তিতে এফআইআর হয়েছে। তদন্ত চলছে

›› অভিযোগ ৩
পুলিশের ভূমিকা নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করলে মাদকের কেস দিয়ে হাজতে ভরে দেওয়া হবে বলে হুমকি দেন ঘটনাস্থলে উপস্থিত অফিসাররা

›› পুলিশের জবাব
তরুণীরাই অভব্য আচরণ করেন। তদন্তে যা হবে, তার ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেওয়া হবে

›› অভিযোগ ৪
পুলিশ হুমকি দিয়ে ঘটনাস্থল ছেড়ে থানায় ফিরে যায়। তরুণীরা পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করতে রাতেই সাউথ পোর্ট থানায় যান। সেখানে দীর্ঘক্ষণ তাঁদের বসিয়ে রাখা হয়। এক তরুণী পুলিশের ভূমিকার প্রমাণ রাখতে মোবাইলে ভিডিয়ো করছিলেন। থানায় সে সময় মহিলা পুলিশ ছিল না। কিশোর মাহাতো নামে এক অফিসারের নেতৃত্বে পুরুষ পুলিশকর্মীরাই জোরজবরদস্তি মোবাইল ছিনিয়ে নিতে গিয়ে তরুণীদের শ্লীলতাহানি করেন। ধস্তাধস্তির সময় এক তরুণীর বাঁ হাতের আঙুল ভেঙে যায়

›› পুলিশের জবাব
ক্যামেরার ফুটেজে দেখা যাচ্ছে, পুলিশ সংযত আচরণ করেছে। অফিসাররা নিজেদের মেয়ের মতো করে তাঁদের বোঝানোর চেষ্টা করেন। তরুণীরাই পুলিশের সঙ্গে অভব্য আচরণ করেছেন। পুলিশ এত ঠান্ডা মাথায় পরিস্থিতির মোকাবিলা করায় সেই পুলিশকর্মীদের পুরস্কৃতও করা হয়েছে। মহিলা পুলিশ আসতে যতটুক সময় লাগার ততটুকুই লেগেছে। গ্রেপ্তারির সময় মহিলা পুলিশ ছিল

›› অভিযোগ ৫
দুই তরুণীরই দাবি, তাঁদের উচ্চ রক্তচাপ ও হাঁপানির সমস্যা আছে। থানায় ধস্তাধস্তির সময় ব্যাগ থেকে ইনহেলার দিতে বারবার অনুরোধ করলেও পুলিশ সাহায্য করেনি

›› পুলিশের জবাব
অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে

›› অভিযোগ ৬
এসএসকেএমে তরুণীদের মেডিক্যাল চেকআপের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানকার চিকিৎসক শুধুমাত্র স্টেথোস্কোপ লাগিয়েই পুলিশের কথা শুনে দু'জন মত্ত অবস্থায় ছিলেন বলে লিখে দেন। তরুণীরা নিজেরাই রক্তের নমুনা পরীক্ষার কথা বললেও পুলিশ বা ডাক্তার কেউ গুরুত্ব দেয়নি

›› পুলিশের জবাব
রক্ত পরীক্ষার প্রয়োজন কি না, এটা সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক বলতে পারবেন। পুলিশের কোনও ভূমিকা নেই।

›› অভিযোগ ৭
মেডিক্যাল রিপোর্টে তরুণীরা সই করতে চাননি। আঙুলের ছাপও দিতে চাননি। অথচ একদিন পর থানায় বাড়ির লোকজন দেখা করতে গেলে তাঁদের একটি মেডিক্যাল রিপোর্ট দেখিয়ে বলা হয়, তরুণীরা নিজেরাই স্বীকার করেছেন তাঁরা মত্ত অবস্থায় ছিলেন। সেই রিপোর্টে অন্য কারও আঙুলের ছাপ দিয়ে তা তরুণীদের বলে চালানো হয়।

›› পুলিশের জবাব
তদন্ত হচ্ছে। তবে পুলিশের আঙুলের ছাপ জাল করার কী প্রয়োজন?

›› অভিযোগ ৮
২৯ মে সকালে পুলিশ যে সিজার লিস্ট তৈরি করে, তাতে গাড়ি থেকে একটি প্যাকেটে চারটি মদের বোতল উদ্ধারের কথা লেখা ছিল। অথচ আদালতে পুলিশ বলে, তিনটি মদের বোতল উদ্ধার হয়েছে। একটি বোতল খোলা অবস্থায় মিলেছে। আবার পরে তরুণীদের চারটি সিলড বোতলই ফেরত দেওয়ার কথা বলা হয়। তা হলে একটি খোলা বোতল এল কোথা থেকে?

›› পুলিশের জবাব
ঘটনাস্থল থেকে যা উদ্ধার হয়েছিল, তা-ই আদালতকে জানানো হয়েছে

›› অভিযোগ ৯
তরুণীদের গ্রেপ্তারির পর বাড়ির লোকজনকে বারবার জানানোর কথা বললেও পুলিশ কর্ণপাত করেনি। মিডিয়ায় সংবাদ প্রকাশের পর জানতে পারেন তরুণীর পরিজন

›› পুলিশের জবাব
অভিযোগ ভিত্তিহীন

›› অভিযোগ ১০
ওয়াটগঞ্জ মহিলা থানা শেষমেশ অভিযোগ নিলেও লঘু ধারায় মামলা করেছে অভিযুক্ত পুলিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে। জালিয়াতির ধারা প্রয়োগই করা হয়নি। এক তরুণীর মোবাইল ও পুরুষ সঙ্গীর আংটি থানা থেকে খোয়া গিয়েছে।

›› পুলিশের জবাব
ওঁরা যা অভিযোগ করেছেন, তার ভিত্তিতেই এফআইআর হয়েছে। চুরির ধারাও প্রয়োগ হয়েছে